জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 20 ❑ 03 Aug, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

‘মেঘে ঢাকা তারা’

সার্বভৌম সমাচার প্রতিবেদন ঃ আপাত মলিনতার আড়ালে উজ্জ্বল নক্ষত্র। ক্ষিতীশ বিশ্বাস। একটা নাম। সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁর বাসিন্দা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম-শহরের বহু মানুষ তাঁর দ্বারা উপকৃত। ৩ আগস্ট ভোরে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চির বিদায় নিলেন। নিঃশব্দে। নিজের যন্ত্রনা কাউকে বুঝতে দেননি। অথচ বার্ধক্য জর্জরিত দেহেও অপরকে সাহায্য করেছেন প্রতিনিয়ত। পরিবারের কেউ দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত। ক্ষিতীশবাবুর কাছে গেলে অর্থ সংকটের সুরাহা হবে। অথচ নিজের স্ত্রী’র ক্যান্সারের জন্য গুমরে গুমরে কেঁদেছেন নিভৃতে। তিনিই তো ক্ষিতীশ!

শক্তিগড় হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মজীবনের শুরু। স্কুলের উন্নয়ণে প্রাণান্ত জীবনপাত। ছাত্র কালেকশন থেকে শুরু করে শিক্ষাগৃহের বর্ধিতায়ন। সাথে নিভৃতে পরোপকার। ক্লিষ্ট মানুষ কোথায় গেলে একটু উপকৃত হবে, তার হালহকিকত বাতানো। কভার ফাইলে গোছানো থাকতো বিভিন্ন দাতা, সংস্থাদের নাম, তালিকা, ঠিকানা। শূন্য হাতে ফেরেনি কেউ। এ- হেন মানুষটা বিচিত্র কর্ম প্রতিভার সাক্ষি আপামরের কাছে। সাহিত্যিক মহলে পরিচিত কবি হিসাবে। নিজস্ব কবিতাগ্রন্থও বেরিয়েছে। নিজেকে প্রকাশের জগতে কখনও আনতে চাননি। লিখেছেন বিভিন্ন প্রত্রিকায়, ‘গাজন’ তার অন্যতম। ‘গাজন’ পত্রিকা চড়কতলা স্পোর্টিং ক্লাবের। ‘সীমান্ত বাংলা’ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে জড়িত। নিজস্ব সৃষ্টির অন্যতম ‘ল’ক্লার্কস-এর আঙিনায়’। ‘সার্বভৌম সমাচার’-এর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তিনি স্বীকৃত। নিজের যন্ত্রনা লাঘবের তাগিদে বনগাঁ কোর্টে মহুরীর কাজ করেছেন শেষ বয়সে। ছাত্রছাত্রীদের উপকারের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজস্ব বইয়ের দোকান। জীবনের তাগিদে বিচিত্র কর্মতীর্থে নিজেকে সামিল করেছেন তিনি। অন্যের যন্ত্রণা ভুলিয়ে নিজের যন্ত্রণা বুকের মধ্যে চেপে রেখে ক’জন বেঁচে থাকেন! তার মধ্যে একজন ক্ষিতীশ! বিদগ্ধ মানুষটার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কর্ম বিরতি নিয়েছে বনগাঁ কোর্ট। ক্ষিতির ঈশ্বর! পৃথিবীর ভগবান তিনি। আপনি ভাল থাকুন।

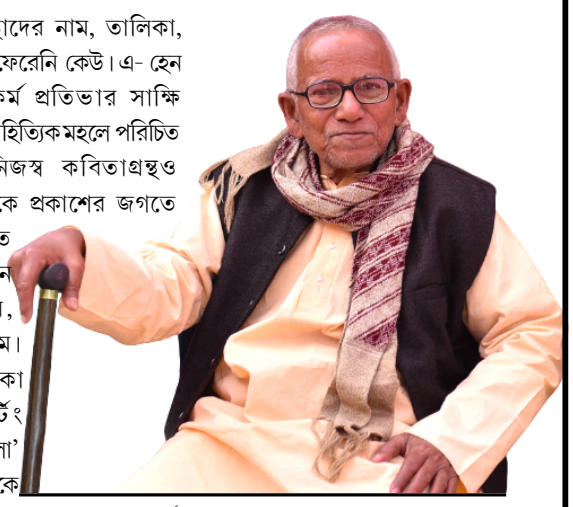

সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সেতুর উদ্বোধন, খুশি বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ পৌরসভার পক্ষ থেকে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রকল্প ও একটি সেতু উদ্বোধন করা হলো। বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই উদ্বোধন হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। রবিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ, বনগাঁ লোকসভার প্রাক্তন বিধায়ক মমতা ঠাকুর,বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ ওয়ার্ডের কয়েকশো মানুষ।

পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল থেকে কিছুটা দূরে হওয়ায় কিছুটা সমস্যায় পড়তো। স্থানীয় দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় কিছুটা জায়গা দিয়েছে। সেই জায়গাতেই এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করা হলো। যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি দীনবন্ধুনগর টালি কলোনিতে যাতায়াতের জন্য ৬৫ ফুট লম্বা একটি পাকা ফুট ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। সেই সেতুরও এদিন উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘ভোটের আগে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সেই প্রতিশ্রুতি মতো সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফুট ব্রিজ এবং ঠান্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা করলাম এলাকায়। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চার থেকে পাঁচ দিন চিকিৎসক থাকবে এবং সমস্ত ওষুধপত্র এখান থেকেই মিলবে। শুধু ছ’নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ নয়, এই ওয়ার্ড লাগোয়া পাঁচ ও সাত নম্বর ওয়ার্ডের মানুষেরাও এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে উপকৃত হবে। এলাকার মানুষের সমস্যা দূর করতে ১৬ থেকে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি পাকা ফুট ব্রিজ তৈরি করা হল। যার নাম দেওয়া হয়েছে দীনবন্ধু সেতু। এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা দলে দলে এসে ভিড় করে। স্থানীয় এক বৃদ্ধার কথায়, ‘শরীর অসুস্থ হলে বনগাঁ হাসপাতালে গিয়ে ফিরে আসতে ১০০ টাকার উপর খরচ হয়। আমরা গরিব মানুষ, সমস্যা হত। বাড়ির পাশে স্বাস্থ্য কেন্দ্র হওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হল।’

স্কুলে না গিয়ে চায়ের ঠেকে পড়ুয়ারা

মুচলেখা লিখিয়ে তুলে দেওয়া হল অভিভাবকদের হাতে

প্রতিনিধি ঃ বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার নাম করে বের হতো ছেলে মেয়েরা। অভিভাবকরা জানতো তারা ক্লাস করছে। স্কুলে না গিয়ে চায়ের দোকানে, কফি শপে বসে আড্ডা মারতো। দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটছিল বাগদা থানার হেলেঞ্চা হাইস্কুলে এবং হেলেঞ্চা গার্লস হাই স্কুলে। অভিভাবকেরাও খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে, ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, 'বাড়ি থেকে স্কুলের পোশাক পরেই ছেলে মেয়েরা বের হয়ে পথে তারা স্কুলের পোশাক পরিবর্তন করে নেয় অনেককেই। কারণ তাদের দেখে যেন বাইরের লোকেরা বুঝতে না পারে তারা স্কুল ফাঁকি দিয়ে এসেছে।

সম্প্রতি বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন অভিভাবকেরা। শুক্রবার স্কুল শুরু হওয়ার পর দুটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সহশিক্ষকেরা মিলে অভিযান চালায় হেলেঞ্চা এলাকায়। হাতেনাতে ধরা পড়ে বেশ কিছু পড়ুয়া। যারা এদিন স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে না এসে আড্ডা মারছিল। ধরা পড়া ছাত্রছাত্রীদের বাগদা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় তাদের অভিভাবকদের। পুলিশ অভিভাবকদের দিয়ে মুচলেখা লিখিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়। পুলিশ জানিয়েছে মোট ১০ জনকে হাতেনাতে ধরা হয়েছিল।

এবারও প্রধান হবার দৌড়ে এগিয়ে তৃণমূল নেতা দীপক

নীরেশ ভৌমিক ঃ আগামী ১১ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরবর্তী ৫ বৎসরের জন্য নতুন বোর্ড গঠন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এবারও তৃণমূল নেতা তথা দলের চাঁদপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি দীপক দাস ফের প্রধান পদে আসীন হতে পারেন। চাঁদপাড়া বাজার এলেকার বাসিন্দ দীপক বাবু এবারও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি’র সঞ্জীব কুমার দাসকে মাত্র ২৪ ভোটে পরাস্ত করে বিজয়ী হন।

উল্লেখ্য বিগত ২০১৮ সালের নবম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সঞ্জীব দাসকেই সামান্য ভোটে হারিয়ে জয়ী হয়ে চাঁদপাড়া জি পি র প্রধান হয়েছিলেন। এবার সেই আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় ১৬৪ নং পার্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। এবারও বিজেপি’র সেই সঞ্জীব বাবুই দীপক বাবুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেব লড়াইতে ছিলেন। এই সঞ্জীব বাবুই তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্নে তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, সে সময় তিনি তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জাদরেল এক সিপিএম প্রার্থীকে পরাস্ত করে চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হন। তৃণমূল কংগ্রেসের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন বলে জানা যায়।

চাঁদপাড়া হচ্ছে মডেল ষ্টেশন, প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা ৬ ই

নীরেশ ভৌমিক ঃ অবশেষে চাঁদপাড়া ষ্টেশনের নানা সমস্যার সমাধান হতে চলেছে, বনগাঁর সংসদ তথা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারের উদ্যোগে চাঁদপাড়াকে মডেল ষ্টেশন করার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতীয় রেল মন্ত্রক। আগামী ৬ আগষ্ট রাজধানী দিল্লী থেকে সারা দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচীর ভার্চুয়ালি ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি (অমৃত মহোৎসব) উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও রেল মন্ত্রকের এই উদ্যোগ।

বুধবার চাঁদপাড়া ষ্টেশনের কর্তব্যরত ষ্টেশন মাস্টার জানান, আগামী ৬ আগষ্ট রবিবার চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ রেল ময়দানে রেল দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বড় পর্দায় শোনানো হবে ও দেখানো হবে প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ।

রেল মন্ত্রকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কগণও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গাছে। সমগ্র কর্মসূচীকে সার্থক করে তুলতে সাজো সাজো রব চাঁদপাড়া স্টেশনে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম ইতিমধ্যে এলেকা পরিদর্শন করে গেছেন। সমস্ত স্তরের রেলকর্মীগণ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র কর্মসূচী সার্থক করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তথা রেল দপ্তরের এই উদ্যোগকে বৃহত্তর চাঁদপাড়া এলেকার মানুষজন সাধুবাদ জানান।

যাত্রীদের সুবিধার্থে চালু হলো স্লট বুকিং ব্যবস্থা

প্রতিনিধি ঃ ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া যাত্রীদের জন্য চালু হল অনলাইন স্লট বুকিং। বৃহস্পতিবার পেট্রাপোল বন্দরে ওই ব্যবস্থার সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন ল্যান্ডফোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র। সঙ্গে ছিলেন ল্যান্ডফোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পেট্রাপোলের ম্যানেজার কমলেশ সাইনি। কমলেশ বাবু বলেন, 'এখন থেকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্লট বুকিং করা যাবে। পরে অ্যাপসের মাধ্যমেও করা যাবে। যাত্রীদের মসৃন যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।' বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, 'যে সব মানুষ ভারত থেকে বাংলাদেশে যেতে চান, তারা এক সপ্তাহ আগে ওয়েবসাইটে স্লট বুকিং করতে পারবেন। বুকিং এর সঙ্গে সঙ্গে একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হবে। ওই নাম্বার নিয়ে নির্দিষ্ট দিনের ওই সময় পেট্রাপোল বন্দরের অভিবাসন দপ্তরের কাউন্টারে এসে যোগাযোগ করতে হবে। ওখানেই নথিপত্র পরীক্ষার পরে সরাসরি যাত্রীরা অভিবাসন দপ্তরে যেতে পারবেন।' এই ব্যবস্থা চালু হওয়ায় খুশি যাত্রীরা। তারা মনে করছেন, এর ফলে দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে। কারণ এতদিন বাংলাদেশে যেতে হলে পেট্রাপোলে এসে নথিপত্র পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হতো। ঝড় বৃষ্টি গরমে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত কেউ কেউ। প্রায় দু তিন ঘন্টা সময় লেগে যেতো অভিবাসন দপ্তরে ঢুকতে। রাসেল মিয়া নামে এক বাংলাদেশী যাত্রী বলেন, আমরা আশা করছি এই ব্যবস্থা চালু হলে আমাদের দুর্ভোগ কমবে।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ২০ ❐ ০৩ আগস্ট, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

বিসর্জিত নীতিবোধ

মানুষ যাবে কোথায়! কাকে বিশ্বাস করবে! বিশ্বাস তো কখনো কাউকে করতেই হবে, নইলে বেঁচে থাকার মানে কী! সমাজ বদলায়। বদলায় মানুষ। পরিবর্তন হয় সমাজ-মানসিকতার। আজ একদিকে কিছু মানুষের বিপুল ঐশ্বর্য বিলাস, অন্যদিকে অসংখ্য মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও শোষণের জ্বালা। একদিকে সভ্যতার উজ্জ্বল চিত্র, অন্যদিকে দূর বিস্তৃত জমাট অন্ধকার। আজও মানুষের প্রতিকার হীন বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজ ধর্মে ধর্মে বিভেদের প্রাচীর। সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিঃশ্বাসে, জাত-পাতের বজ্জাতি, যুদ্ধের মহড়া, অশুভ বুদ্ধিরই আজ আধিক্য। এইরকম ডামাডোলে সমাজের কোণায় কোণায় ছেয়ে গেছে দুর্নীতি।

দুর্নীতির সমাজ বললে অত্যুক্তি হয় না। আর বলব নাই বা কেন! শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, প্রাণীতে দুর্নীতি, কয়লায় দুর্নীতি, রেশনের দুর্নীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে দুর্নীতি, আর কত বলব! এরপর ভেজাল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বললে তো সামান্য এইটুকু অংশে ফুরোবে না। এরকম অন্ধকার সময় সমাজে আগে ছিল না। কম্বলের লোম বাছলে যেমন কম্বলের অস্তিত্ব থাকে না, তেমনই সমস্ত রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মহলকে যদি ধরা হয় তাহলে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। তবুও বলব মানুষ আজ জীবনে বিশ্বাস হারায়নি, এখনও বিশ্বাস করে হিংসায় উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকে প্রেমের দেবতার অভিষেক হবে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে হারালে তার যে আর কিছুই থাকেনা। তাই এখন মানুষকে প্রকৃত সৎ হতে হবে, দেশের মানুষের দিকে তাকিয়ে। আপামর মানুষ তাকিয়ে থাকে প্রতিনিধিত্বকারী মানুষের দিকে, তাই যতদিন না পর্যন্ত নির্লোভ ও সৎ মানসিকতায় কেউ না ফিরছেন, ততদিন দুর্নীতি সমাজ থেকে মুছবে না। মনে রাখা উচিত, দেশবাসী নির্বাচিত করে আপনাদের পাঠিয়েছেন, তাই মানুষের প্রতি একটু দয়াশীল হোন, নইলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাদশাহী হারেম কাহিনি

নির্মল বিশ্বাস

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিটি ইমারতের কোণায় কোণায় লুকিয়ে আছে অতীত দিনের অজানা ইতিহাস। সে ইতিহাস আজও কথা বলে। তা জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে নবাবী আমলের যুগে। ইতিহাস তো আর কল্পনার বস্তু নয়। অতীতে যা ঘটেছে সে কাহিনি তো আজ ইতিহাস।

মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চায় সব চেয়ে জল্পনা এবং কৌতূহলের বিষয়টি হলো মুঘল যুগের 'হারেম'। ক্ষমতাধর যে কোন দেশের নবাব বাদশা বা মুঘল যুগের দিল্লির সম্রাট আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও প্রেমিকপুরুষ বাদশাহ শাজাহানএর মতো আরও অনেক রাজবংশীয় হারেমের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। সে ইতিহাস জানতে কার না ইচ্ছে জাগে। আমাদের মনে হাজারো প্রশ্ন, হারেম কি? কি হতো সেখানে? কারা থাকতেন হারেমে? কেন থাকতেন? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এই লেখার অবতারণা।

তুর্কিরা 'মহিলাদের অন্দর মহল'-এর নাম দিয়েছিলেন 'হারেম'। আবার পারস্য দেশের সুলতানেরা বলতেন 'অন্দরম' এবং ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাহরা বলতেন 'অন্তঃপুর'। তবে 'হারেম' কথাটা হলো আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষিদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা। নবাব-বাদশাহদের রাজপ্রসাদের আলাদা অংশে শাসকদের—মা, বোন, পত্নী, কন্যা, নারী কর্মচারী, উপপত্নী প্রমুখরা বাস করতেন 'হারেম-এ। এই স্থানটি 'হারিম' বা 'হেরেম' নামে অভিহিত করা হতো। সেখানে বহিরাগতদের একেবারেই প্রবেশাধীকার নিষিদ্ধ ছিল। মোঘল আমলে 'হারেম' প্রথা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশ লাভ ঘটে। তবে 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা'-র লেখক আবুল ফজল রচিত বই দুটি থেকে হারেমের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মুঘল আমলে শাহী পরিবারের নারীদের আবাসস্থলগুলি 'মহল' নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল একে 'শাবিস্তান-ই-খাস' নামে অভিহিত করেছেন। নবাব বাদশাহরা রাজপ্রাসাদের এক বিরাট অংশ জুড়ে নারীদের বসবাসের সুব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা 'মহল' ছিল। এছাড়া আরও তিনটি প্রাসাদে সম্রাটের উপপত্নীরা বাস করতেন। সেখানে 'মঙ্গল' (মঙ্গলবার), 'জেনিসার' (শনিবার) এবং 'লেথেবার' (রবিবার) এই নির্ধারিত দিনগুলিতে সম্রাট ওই প্রাসাদে যেতেন। এছাড়া সম্রাটের বা নবাবের বিদেশী উপপত্নীদের জন্য। 'বাঙালি মহল' নামে পৃথক 'মহল' তৈরি করেছিলেন। এছাড়া মুঘল সাম্রাজ্ঞীদের ব্যক্তিগত মহলগুলি ছিল সমৃদ্ধ। মহলগুলিতে তাঁরা আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। মহলের ভিতর থেকে নারীরা বাইরের অংশ দেখতে পেলেও, কেউ তাঁদেরকে দেখতে পেতেন না। তাদের মহলগুলি জাঁকজমক ও সৌন্দর্য নির্ধারিত ছিল।

হারেম'-এ যেসব নারীরা থাকতেন তাঁদের স্ব স্ব পদের মর্যাদা ও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সব ব্যিবস্থা ছিল। হারেমের মহলগুলিতে ছিল চতুর্দিকে ঝরণা ও ফুলের বাগান ঘেরা। প্রতিটি মহলে ছিল প্রবাহমান জলের ধারা। জল আসতো মাটির নীচে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে যমুনা থেকে।

হারেমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ সুদৃঢ়। সম্রাটের ভবনের নিকট বিশ্বস্ত নারী প্রহরীরা নিযুক্ত থাকতেন। বহির্প্রান্তে খোজা প্রহরী এবং তাঁদের থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সস্ত্রস্ত একদল অনুগত রাজপুত

চলবে...

কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎযাপন

উত্তম সাহা ঃ হেলেঞ্চা ড. বি.আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের ১৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল গত ১ আগষ্ট। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ্য ড. চিত্তরঞ্জন দাসের পরিচালনায় সীমান্ত বর্তী কলেজটির মুকুটে রীতিমত শোভা পেতে শুরু করেছে অসংখ্য সুনাম, উন্নয়ন আর এক গুচ্ছো সমৃদ্ধির পালক।

অবশ্য অধ্যক্ষ ড. দাস বার্ষিক রিপোর্ট পেশ কালে বলেন, যোগ্য সহযোগী পাশে না থাকলে তার একার পক্ষে এত অল্প সময়ে কলেজটির মান বাড়ানো, কলেজ চত্তরে ড. বি.আর আম্বেদকর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন, কলেজের ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ, কলেজ ক্যান্টিন স্থাপন, ছাত্র ইউনিয়ন কক্ষ নির্মান, যোগা, কারাতে, তাইকন্ডো শিক্ষা এবং শারীরিক শিক্ষার ব্যাবস্থা, সম্পূর্ণ কলেজের জন্য সোলার প্যানেলের ব্যাবস্থা, কলেজ লাইব্রেরির জন্য ৪০০০ হাজারের বেশি বই ক্রয়, সম্মেলন কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেক বৃত্তি তহবিল গঠন, কর্মীদের জন্য তাদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান, পুরস্কার জিতে বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের ইভেন্টে অর্জন, নৈমিত্তিক কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ প্রকল্প, সমস্ত কর্মী সদস্যদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন, নৈমিত্তিক কর্মীদের জন্য অবসর সুবিধা, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং প্রকল্প, মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য স্যানিটারি ভেন্ডিং মেশিন, ইনসিনারেটর, কলেজ প্রশাসনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্স মোড অব অপারেশনের প্রবর্তন, শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম, প্রকাশনা এবং কাগজ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য অন্যান্য কলেজের সাথে অনেক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এ ছাড়াও রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, যার প্রথম টি হচ্ছে B+ গ্রেড সহ NAAC স্বীকৃতি প্রাপ্তি অপর টি হচ্ছে NIRF ইন্ডিয়া টুডে র্যাঙ্কিং-এ অংশগ্রহণ সেই সাথে ইন্ডিয়া টুডে র্যাঙ্কিং-এ কলেজটি সর্বভারতীয় র্যাঙ্কিং-এ ১৬৯তম স্থান অর্জন করা হয়তো সম্ভব হত না।

সে কারনে কলেজের অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন দাস এ অসামান্য উন্নয়ন সহ সকল কৃত্তিত্ব উৎসর্গ করলেন কলেজ পরিচালন কমিটি সহ সকল যোগ্য সহযোগীদেরকে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সুপ্রিম কোর্টের গাছ কাটা অনুমোদন শর্তাধীনে

অজয় মজুমদার

রাজ্য পুর্ত দপ্তর ২০১৫ সালে মোট ৪০৩৬ টি গাছ কাটার পরিকল্পনা করেছিল। গাছ বাঁচাতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে এপিডিআর বারাসাত শাখা। তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি নিশীতা মাত্রে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ গাছ কাটায় স্থগিতাদেশ দেয়। পরিবেশের বিপন্নতার পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রি অ্যাক্টের বিধি অমান্যের বিষয়টিও আদালতের নজরে আসে। পরে প্রধান বিচারপতি জ্যোর্তিময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ একটি বৃক্ষ- নিধনের বদলে ৫ টি গাছ রোপনের শর্তে শুধু রোড ওভারব্রিজের জন্য ৩৫৬ টি গাছ কাটায় সায় দেয়। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মদন বি লোকুরের বেঞ্চ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। পাঁচ গুন পরিপূরক বৃক্ষরোপনের শর্তেই পাঁচ বছর পর ৩০৬ টি গাছ কাটার সায় দিলো সুপ্রিম কোর্ট। এপিডিআর-এর মামলাটি বজায় রেখেছে শীর্ষ আদালত। তিন মাস পরে ফের শুনানি।

এই পরিপূরক বৃক্ষরোপণেরও নির্দিষ্ট বিধি রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রি অ্যাক্টে। যে এলাকায় গাছ কাটার কথা, সেখানেই এবং একই প্রজাতির গাছ লাগানোর কথা। যে কোন প্রকল্প শুরুর আগেই। তবে বহু ক্ষেত্রেই সেই শর্ত মানা হয় না এবং পরিপূরক বৃক্ষরোপণ আদৌ হয় না বলে অভিযোগ।

এমন কোন দিন নেই যেদিন বৃক্ষদের মৃত্যুদণ্ড বিরোধী হওয়ার জন্য আমাদের গালাগাল খেতে হয় না। অথচ এখনো পর্যন্ত একটিও প্রবন্ধ, নিবন্ধ আমাদের চোখে পড়েনি যাতে বৃক্ষদের হত্যার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। সকলেরই মৌখিক কথা, লোক সংখ্যা বেড়েছে, রাস্তা চওড়া হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজন কেউ কিন্তু অস্বীকার করেনি। দয়া করে আমাদের উন্নয়ন বিরোধী তকমা দেবেন না।

আমরা শুধু চেয়েছিলাম সরকারের দেখানো পথেই, জয়ন্তীপুর থেকে বর্ডার জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তাটির গাছগুলি সুন্দরভাবে দু'লেন করা। কি ভাবে সম্ভব হলো। অথচ এই ক্ষেত্রে পরিকল্পনার কথা না ভেবে গাছ কাটার পরিকল্পনা কি সঠিক পদক্ষেপ ছিল? অনেকেই বলেন গাছের ডাল ভেঙে পড়ে অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। মানুষ মারা যাচ্ছে। কথাটি অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে পাশাপাশি এ কথাও বলি, রুগনো ডাল গুলিকে কাটতে কে বারণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৭/৫/২২ এবং ২/৭/২২ তারিখে সহকারি বাস্তুকার, পি ডবলু ডি, বনগাঁর কাছে এপিডিআর বনগাঁ শাখার পক্ষ থেকে একটি আবেদন করা হয়, বিষয়- প্রাচীন গাছের বিপজ্জনক ডাল কেটে ফেলার উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। চিঠির কপি মাননীয় এসডিও, রেঞ্জার বন-বিভাগ, পৌরপতি- পৌরসভা বনগাঁ। হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকতেও যদি জ্যান্ত মোটা ডাল কাটা যায়, তাহলে কেন মানুষের স্বার্থে রুগ্ন মৃত ডাল গুলিকে কাটা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়ে মিনিস্ট্রি বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে গ্রীন ওয়েস পান্টেশন ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড মেনটেনেন্স পলিসি ২০১৫ ঘোষণা করেছিল।

চলবে...

অধ্যাপক অম্লান দত্তের শত বার্ষিকিতে স্মরণ সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ও যুক্তিবাদী অধ্যাপক প্রয়াত অম্লান দত্তের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে গোবরডাঙার গবেষণা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। গত ২৩ জুলাই অপরাহ্নে পরিষদ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গবেষণা পরিষদের সভাগৃহে 'মানবিক মনস্বিতায় উজ্জ্বল' অধ্যাপক অম্লান দত্তের (১৯২৪-২০১০) শত বার্ষিকি স্মরণ অনুষ্ঠানে 'মনস্বী অম্লান দত্তের সমাজ ভাবনা' বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গোস্বামী ও যুক্তিবাদী লেখক ভাস্কর সুর। সভায় পৌরহিত্য করেন অম্লান দত্তের ছাত্র বর্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রবীর হালদারের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে আহ্বায়ক গবেষণা পরিষদের সম্পাদক দীপক কুমার দাঁ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভার সাফল্য কমনা করেন। বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী দীপক বাবু জানান, ২০০১ সালে গোবরডাঙা রেনেসাঁস এর আপনজন মণি দাশগুপ্ত স্মরণে মণি দাশগুপ্ত ভবনের উদ্বোধনে গোবরডাঙায় আসেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। সেদিন তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

আলোচনা সভার বক্তাগন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও অসাধারন বাগ্মী প্রয়াত অম্লান দত্তের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তব্যে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাব্রতী অম্লান দত্তের জীবনের নানা অজানা দিক উঠে আসে। মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী শিক্ষক ভাস্কর সুর প্রয়াত দত্তকে বিংশ শতাব্দীর সেরা চিন্তক ও বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করেন। সভায় উপস্থিত অম্লান দত্তের ভ্রাতুস্পুত্র সৌরভ দত্ত গুপ্তও তাঁর কাকার জীবনের নানা অজানা তথ্য তুলে ধরেন। অধ্যাপনা, নিরন্তর ব্যক্তিগণ পড়াশুনো, চিন্তক লেখক হিসেবে তাঁর সমাজ পরিচয় আজ অনেক গভীরতায় ব্যাপৃত। মানবিক সমাজ সত্ত্বার অন্বেষণে তিনি প্রায় ছয় দশক ব্যাপী নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেছেন। বক্তা হিসেবে ও বিতর্ক সভায় তাঁর উপস্থিতি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শিহরন ছড়িয়ে দিত। সভায় রেনেসাঁস এর কর্ণধার বিশিষ্ট

শিক্ষক ড. সুনীল বিশ্বাস অম্লান বাবুর কণ্ঠের ভাষণা বাজিয়ে শোনান। সভায় অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গোস্বামী ও বিশিষ্ট গায়ক অজিত দেবের গাওয়া গান এদিনের আলোচনা সভাকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

প্রয়াত জ্যোতিষ শাস্ত্রী প্রকাশ বিশ্বাস

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চাঁপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা ধর্মপ্রান প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৮। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত জ্যোতিষী প্রকাশ বাবুর এলেকায় যথেষ্ট সুনাম ছিল।

প্রতিবৎসর তিনি বাড়ির মন্দিরে বহু ভক্ত জনের সমাগমে পুজো অর্চনা ছাড়াও ভগবৎ গীতা, রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ এবং সেই সঙ্গে নাম সংকীর্তন, বাউল ও কবিগানের আসর বসাতেন।

পরদিন ২ আগষ্ট সকালেই প্রকাশ বাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্মীয় পরিজন ছাড়াও বিভিন্ন এলেকা থেকে বহু মানুষজন তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন। ফুল মালায় প্রয়াত প্রকাশ বাবুর মরদেহ সাজানো হয়।

অপরাহ্নে বাড়ির শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ও শ্রী শ্রী জগদানন্দ মন্দির সংলগ্ন অঙ্গনে বহু ভক্ত মানুষের উপস্থিতিতে প্রয়াত প্রকাশ বাবুর শবদেহ সমাধিস্থ করা হয়।

সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৯ জুলাই প্রখ্যাত নাট্য ও সংগীতকার দ্বীজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম মাসে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল- মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জেলার অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির আয়োজিত ৪৪ তম মাসিক সাহিত্য সভা। শুরুতেই ডি এল রায়ের লেখা সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুমিত চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার বছরভর সমিতির নানা সেবামূলক কাজ কর্মের খতিয়ান তুলে ধরেন এবং প্রতিমাসে এই কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর বিষয়টি ব্যক্ত করেন।

এদিন নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র সহ বিভিন্ন স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দ বাবু সেবার অন্যতম সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী নানা উপহার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবিকা দুলালী দাস। সেটি বিশ্বনাথবাবুর হতে তুলে দেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস। কবি ইলাশ্রী দেবনাথ তাঁর লেখা একটি কাব্য গ্রন্থ নাট্যপরিচালক শ্রী ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেন।

নাট্যকার ডি এল রায় এর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন ঋতুপর্ণ বাবু- বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাটকের জন্য নিবেদিত প্রান বিশ্বনাথ বাবুর নাট্য প্রীতি এবং নাট্যচর্চা ও প্রসারে তাঁর অবদান তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিশ্বনাথ বাবু তাঁর বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রাসারে সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসরের নাট্য প্রয়াস এর উল্লেখ করেন। এদিন শ্রী ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দুই হুজুরের গল্প নাটকের সংলাপ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি ও সাহিত্যিক স্বরচিত কবিতা ও রচনা পাঠ করেন। বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষক শশাঙ্ক শেখর দাস ও স্বপন বালার লেখা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর লেখা কবিতা উপস্থিত সকলের প্রশংসালাভ করে।

মণ্ডলপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক মধুসূদন সিংহের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বহু গুনীজনের সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ দীর্ঘ ৩১ বৎসরের শিক্ষকতা জীবন শেষে গত ৩১ জুলাই অবসর গ্রহন করেন গাইঘাটার মণ্ডলপাড়া হাই স্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ও পূর্বতম টিচার ইনচার্জ মধুসূদন সিংহ। এদিন বিদ্যালয়ের সকল সহকর্মী ও শিক্ষার্থীগণ অশ্রুসজল নেত্রে ও নানা উপহারে তাঁদের প্রিয় শিক্ষককে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বরুণ কুমার সিংহরায়ের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত এদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরিচালক সমিতির সদস্য প্রাক্তণ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ব্লক ও মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যলয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

বিদ্যালয়ের সংগীত দিবাকর বিশ্বাসের কণ্ঠে মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্যদিয়ে বিদায়ী শিক্ষক মধুসূদন স্যারের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সেই সঙ্গে সহকর্মী বিদায়ী শিক্ষককে পুষ্পস্তবক উত্তরীয় ও মানপত্র প্রদানে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। মানপত্র পাঠ করেন শিক্ষিকা সোমা বৈদ্য। বিদ্যালয়েরই প্রাক্তণ ছাত্র ও ক্রীড়া শিক্ষক মধুসূদন বাবুর ছাত্র- প্রীতি এবং দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর যাবৎ বিদ্যালয় প্রধানের দায়িত্বে থেকে স্কুলের সার্বিক উন্নয়ন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ও দাবি- দাওয়া আদায়ে তাঁর নেতৃত্বের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অনুপ দেবনাথ, কালুপুর পাঁচপোঁতা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈকত সরকার পাঁচপোঁতা ভারাডাঙা হাইস্কুলের প্রধান তুষার বিশ্বাস, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথির প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, টি এস ডি মনমোহনপুর হাই স্কুলের প্রধান রামচন্দ্র পাল, বনগাঁর অসিত বিশ্বাস শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মল্লিক বল্লভপুর বিশ্বম্ভর বিদ্যাপীঠের টিচার ইনচার্জ রঞ্জিত গোলদার, ছিলেন সদ্য অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক তারাপদ বিশ্বাস, সমরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, পরিমল মণ্ডল, ও বিদায়ী শিক্ষক মধুবাবুর অগ্রজ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রাক্তণ ছাত্র চন্দ্রশেখর সিংহ ও প্রদীপ কুমার হালদার প্রমুখ। সকলেই তাঁদের বক্তব্যে মধুবাবুর অবসর জীবনের সুখ- শান্তি ও সুস্থ্যতা কমনা করেন। মধুবাবুও তাঁর বিদায়ী ভাষণে সকল সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। সদ্য সমাপ্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়ের নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী মধুবাবু আগামী দিনে বিদ্যালয়ের সঠিক উন্নয়নে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

এদিনের বিদায় অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র অরিন্দম ঘোষ ও সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী করবী মণ্ডলের কণ্ঠে কবিগুরুর বিদায় কবিতা আবৃত্তি, অর্ঘ্য জ্যোতি বিশ্বাসের বক্তব্য ও কবিতা পাঠ, সুস্মিতা মজুমদারের গাওয়া সংগীত এবং উর্মি তন্ময় ও শ্রাবণীর মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান এবং ভারডাঙা হাইস্কুলের শিক্ষক সন্দীপ ঘোষের মাউথ অর্গানে বাঁশির সুর উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

পরিশেষে সভাপতির ভাষণ এবং সকল ছাত্র- ছাত্রীর সমবেত কণ্ঠের সংগীতে মধুসূদন স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিজিৎ মুখার্জীর সঞ্চালনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিদায়ী শিক্ষকের সহধর্মিনী মৌসুমী দেবী এদিনের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমগ্র অনুষ্ঠান লেন্স বন্দি করেন।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতি

*তথ্য সূত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশন

জলেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ১৭টি। তৃণমূল- ১০টি। বিজেপি ৭টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
প্রতিমা মণ্ডল	বিজেপি	৪২৫	তপতী হাজরা	তৃণমূল	৩৭০
ভেলা শর্মা	তৃণমূল	৩৮১	মঞ্জু সরকার	বিজেপি	৩৩১
উর্মিলা ঘোষ	তৃণমূল	৩৪৩	গৌতম ঘোষ	বিজেপি	২৮৩
সুদীপ মোরাল	তৃণমূল	২৯৯	বাপ্পা বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৪
বিথিকা মিত্র	বিজেপি	৩৪২	সোমা সরকার বিশ্বাস	তৃণমূল	৩০২
ফুলমালা মণ্ডল ঢালী	বিজেপি	৩৭৭	পম্পা সরকার নাগ	তৃণমূল	৩৫৭
গোবিন্দ বালা	বিজেপি	৩৭১	বাবলু বিশ্বাস	তৃণমূল	২২৫
সবিতা মুণ্ডা	বিজেপি	২৯৫	বাসন্তী মুণ্ডা সরদার	তৃণমূল	২২৩
স্বপন দাস	তৃণমূল	৪৪৪	রমেশ বিশ্বাস	সিপিআইএম	২১৭
নিলিমা মণ্ডল	তৃণমূল	৩৬২	দেবযানী জয়ধর	বিজেপি	৩০৪
লক্ষ্মী বিশ্বাস	বিজেপি	৪২২	উমা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩১৮
মৌসুমী সাহা	তৃণমূল	৬১৫	মৌসুমী মণ্ডল	নির্দল	২৭৩
ঝন্টু মণ্ডল	তৃণমূল	৪৮২	দিলিপ কুমার বিশ্বাস	সিপিআইএম	২৬৪
আরতি সরকার	তৃণমূল	৪৮৩	দীপা কালিয়া মণ্ডল	সিপিআইএম	৩১২
মঞ্জুরানী পাল	তৃণমূল	৩৬৮	নিলিমা পাল	বিজেপি	২২৭
সন্তু দাস	বিজেপি	২৮৭	রাজু পাল	তৃণমূল	২৫৭
ভূদেব মণ্ডল	তৃণ মূল	৭০৯	সৌরিশ বক্সি	সিপিআইএম	৩১৮

সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৭টি। বিজেপি ১১টি। সিপিআইএম ১টি। নির্দল ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
পম্পা বালা বিশ্বাস	বিজেপি	৪০২	রূপালী ঘোষ	তৃণমূল	৩৭৭
রীতা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৪	পম্পা সরকার মজুমদার	বিজেপি	৩৩৮
সাধনা দলপতি	বিজেপি	৯২৮	অনিমা তরফদার দলপতি	তৃণমূল	৮০৯
রেবারানী বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৩৯	আশীষ বিশ্বাস	বিজেপি	২৮০
তাসলিমা সরকার	তৃণমূল	৪১৬	মমতাজ মণ্ডল	নির্দল	২৪১
কল্যানী সরদার	বিজেপি	৪১৩	মমতা সরদার	সিপিআইএম	২২৫
অনুপ বিশ্বাস	বিজেপি	৪৬৫	ডলি মণ্ডল	তৃণমূল	৩১৯
টুম্পা দালাল বিশ্বাস	বিজেপি	২৬৮	শর্মিলা চৌধুরী	তৃণমূল	২৪১
আশীষ ঘোষ	তৃণমূল	২৮৮	শঙ্কর সাধুখাঁ	বিজেপি	২৭৬
অসিত কুমার পোদ্দার	বিজেপি	৩৯৪	স্বপন বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৭০
টুম্পা ব্যানার্জী	বিজেপি	৩৯৯	মৃদুলা বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৬৮
বাবলু দাস	বিজেপি	৩৮৫	বিকাশ বিশ্বাস	তৃণমূল	৩৪২
ভারতী বিশ্বাস	তৃণমূল	৪০৭	শিল্পী রায়	বিজেপি	২৯০
মুন্নি বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৩৩	বিউটি মণ্ডল	বিজেপি	৩৩৭
নারায়ন চন্দ্র দাস	সিপিআইএম	২৮১	পরিতোষ দাস	তৃণমূল	২২১
পার্থ দাস	তৃণমূল	৩৮০	কিরণ চন্দ্র মণ্ডল	বিজেপি	২৮২
সমীরণ মণ্ডল	তৃণমূল	৪৯৭	নাসিমা বিবি	সিপিআইএম	৩২১
সাথী পাল	নির্দল	৩৮০	অপর্ণা পাল	তৃণমূল	৩৫৬
শম্পা অধিকারী	বিজেপি	২৮৬	অনিতা অরিন্দা	তৃণমূল	২৫৫
সুগ্রীপ ধর্মবল	বিজেপি	২৯১	সমীর তরফদার	তৃণমূল	২৮৬
পলি রায় মণ্ডল	তৃণমূল	৪১৬	লাভলি বিশ্বাস	বিজেপি	২৭০
আনন্দ কুমার বালা	বিজেপি	৪৯৭	দিপঙ্কর ঢালী	তৃণমূল	৩৭২
রত্না রায়	তৃণমূল	৩৯৮	নবনিতা ঘোষ	বিজেপি	২৭৪
সন্ধ্যা মণ্ডল	তৃণমূল	৬০৫	হাসি বিশ্বাস বালা	বিজেপি	৩৮০
আব্দুর রহমান মণ্ডল	তৃণমূল	৮০৮	ফারুক মণ্ডল	নির্দল	২৯১
পম্পা দাস	তৃণমূল	৩৬০	কেউটি ঘোষ	বিজেপি	৩১৫
মৃগেন্দ্র নাথ সাহা	তৃণমূল	৪৬৩	মৃনাল সরকার	সিপিআইএম	২৩২
মনোরঞ্জন দাস	তৃণমূল	৩৩১	ভক্ত দাস	বিজেপি	৩২৪
মিহির বিশ্বাস	তৃণমূল	৫৫৬	তুহিন দালাল	বিজেপি	২৮৬
পম্পা পাল	তৃণমূল	৪১৪	শুক্লা সরকারী	বিজেপি	৩১৮

সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

মোট আসন ৩০টি। তৃণমূল- ১৮টি। বিজেপি ১টি

জয়ী প্রার্থীর নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি	দল	প্রাপ্ত ভোট
দেবী সরকার দে	তৃণমূল	৪৫৯	শিউলি দাস বৈরাগী	বিজেপি	৩২১
ভারতী দাস	তৃণমূল	৪৫৮	মনীন্দ্র দাস	সিপিআইএম	১৭৪
ইসমাইল মণ্ডল	তৃণমূল	৬০৮	জুব্বার সরদার	সিপিআইএম	২৯৬
কাকলী দেবনাথ	তৃণমূল	২৮৫	জয়তী দেবনাথ সরদার	সিপিআইএম	২৩৯
সঞ্জীব তালুকদার	তৃণমূল	৩১৩	জয়দেব দেবনাথ	সিপিআই	১১৪
কার্তিক ঘোষ	তৃণমূল	৫৬৯	গৌতম দেবনাথ	বিজেপি	২৫৪
শেফালী সরকার দেবনাথ	তৃণমূল	৫৬২	পূজা ঘোষ	বিজেপি	২৮৯
সোমা দাস	তৃণমূল	৩৫৫	দূর্গা দাস	বিজেপি	২৭১
মনোরঞ্জন দাস	তৃণমূল	৪৬৭	সুমনা মণ্ডল	বিজেপি	২৭২
সাধনা বিশ্বাস	তৃণমূল	৪৪৯	শেফালী দত্ত বৈরাগী	বিজেপি	২৬৩
পুলিন বৈরাগী	তৃণমূল	৩৪৭	বাবলু বৈরাগী	বিজেপি	৩০৫
নিমাই মণ্ডল	তৃণমূল	৬৮৪	হরষিত লস্কর	বিজেপি	২৭৫
রমা বল	তৃণমূল	৩৭৫	স্বপ্না ঘোষ	বিজেপি	২৮০
প্রভাষ পাল	বিজেপি	৩৬৭	সঞ্জিত পাল	তৃণমূল	২৬৬
লক্ষী সরকার	তৃণমূল	৩১৮	শিখা দে মণ্ডল	বিজেপি	২৪৪
পার্থ চক্রবর্তী	তৃণমূল	২৯২	মোঃ সইফুল্লা আব্দুল	নির্দল	৩১৩
জয়দেব হাজরা	তৃণমূল	৪৮১	জগদীশ মণ্ডল	বিজেপি	৩২১
পূর্ণিমা ঘোষ	তৃণমূল	২৮৭	তাপসী ঘোষ	বিজেপি	২২৫
শঙ্করী পাল	তৃণমূল	৩১১	সুদীপ বিশ্বাস	বিজেপি	২৮৩

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

মোহনবাগান দিবসে আশাদুলের ফুটবল টুর্নামেন্ট চাঁদপাড়ায়

নীরেশ ভৌমিকঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে চাঁদপাড়ায় এক আকর্ষনীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে ফুটবল প্রেমী ও মোহনবাগান সমর্থক আশাদুল মণ্ডল। চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘ ক্লাব পার্শ্বস্থ রেল ময়দানে আয়োজিত এই ওয়ানডে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে ৮ টি দল অংশ গ্রহন করে।

অপরাহ্নে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ইছাপুর সেভেন স্টার ক্লাব চাঁদপাড়ার শিমুলিয়াপাড়া ফুটবল টিমের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খেলা ২-২ গোলে অমীমাংসিত থাকে। টাইব্রেকও খেলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় অবশেষে টস হয়। জয় লাভ করে সেভেন স্টার ক্লাব। সন্ধ্যার সন্ধিক্ষনে উদ্যোক্তারা বিজিয়ী ও বিজিত দলের অধিনায়কের হতে সুদৃশ্য ট্রপি ও নগদ ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এলেকার অগনিত ফুটবল প্রেমী মানুষজন এদিনের টুর্নামেন্টের সমস্ত খেলাগুলি বেশ উপভোগ করেন। সুষ্ঠু ভাবে খেলা পরিচালনায় প্রদীপ বণিক ও বিশ্বজিৎ কুন্ড প্রশংসার দাবি রাখে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

আমার সপ্তম বর্ষের জন্মদিনে তোমরা সকলে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ কোর। তোমাদের সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী

ওমিশা সাহা, জন্ম তারিখ- ০২/০৮/২০২৩

পিতা- শ্রীযুক্ত বিকাশ সাহা, মাতা- শ্রীমতি অন্তরা সাহা, শ্রী যুক্ত সঞ্জিত সাহা (ঠাকুরদাদা)। সাদপুর, মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

ছবি ঃ নীরেশ ভৌমিক

ADVT.

গোবরডাঙায় নক্‌সার ৫ দিনের নাট্যকর্মশালা

সঞ্জিত সাহা ঃ পাঁচ দিনের এক নাট্যকর্ম শালার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার প্রাচীন নাট্যদল নকসা কর্তৃপক্ষ। গত ২৬ জুলাই নকসা পরিচালিত গোবরডাঙা সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায় আয়োজিত নাট্যকর্মশালার সূচনায় উপস্থিত ছিলেন নক্‌সার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, স্বনামখ্যাতা নাট্যাভিনেত্রী দীপান্বিতা বনিক দাস প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন সদ্য সূর্যোদয়ের দেশ জাপান থেকে নাটকের এক নতুন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষন নিয়ে আসা তরুণী পরিচালক ভূমিসুতা দাস।

ডিভাইস্ থিয়েটারের উপর আয়োজিত নাট্যকর্মশালায় বিভিন্ন এলেকা থেকে ১০ জন নাট্য কর্মী প্রশিক্ষনে অংশ নেন। চন্দননগর, দুর্গাপুর ছাড়াও দিল্লীর এক যুব নাট্যকর্মী ৫ দিনের এই কর্মশালায় প্রশিক্ষন গ্রহন করেন ছিলেন গয়েশ পুরের প্রবীণঁ নাট্যকর্মী অনিমেষ বসাক। কর্মশালায় অভিনয়ের প্রশিক্ষণ ছাড়াও আলো, আবহ সংগীত, নৃত্য ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রবীণ মঞ্চাভিনেত্রী দীপাণ্বিতা দেবী জানান, কর্মশালায় নাটকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষানার্থীদের উদ্বাবনী শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুলাই কর্মাশালার শেষ দিনে সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক।

তৃণমূল নেত্রীর মেয়ের নাম তালিকায়, শোরগোল বাগদায়

প্রতিনিধি ঃ বাগদা ব্লকের বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুদেবী মন্ডলের মেয়ে মৌসুমী মন্ডলের নাম এসএসসি প্রকাশিত নিয়োগ গরমিলের তালিকায় উঠে এলো। এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাগদা ব্লক জুড়ে। ওই তালিকায় ৪১৯ নম্বরে নাম রয়েছে মৌসুমীর। তিনি গাড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। ভূগোল পড়ান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুদেবী। তিনি বলেন ' তালিকায় থাকা মৌসুমী আমার মেয়ে নয়। কারণ তালিকায় থাকা মৌসুমী নামের পাশে তার বাবার নাম লেখা নেই। ওটা অন্য কোন মৌসুমী হবে। এ বিষয়ে অবশ্য অভিযোগ তুলেছেন বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল বর। তার অভিযোগ, মৌসুমীর স্বামী চন্দন মন্ডলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

চন্দন মন্ডলকে টাকা দিয়েই মৌসুমী চাকরি পেয়েছিল। তার কথায়, আমার দাবি চন্দন মন্ডল জেলে থাকলেও তার এজেন্টরা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গ্রেপ্তার করে জেলে ভরতে হবে। প্রকাশিত তালিকায় চন্দন মন্ডল এর আশপাশের এলাকার আরো কয়েকজনের নাম রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই চন্দনের দ্বারা চাকরি পেয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাগদার মামা ভাগিনা গ্রামের চন্দন মন্ডলকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে। তিনি এখন জেলে রয়েছেন।

মৌসুমী যে স্কুলে শিক্ষকতা করেন সেই গাড়াপোতা হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ কুমার ব্যাপারী বলেন '২০২১ সালে যখন ওই শিক্ষিকা অন্য স্কুল থেকে এসে আমাদের স্কুলে যোগদান করেছিলেন, তখন তার রিকমেন্ডেশন লেটারে যে রোল নাম্বার ছিল, আর এসএসসি থেকে প্রকাশিত তালিকায় যে রোল নাম্বার রয়েছে তা একই। সেই নিরিখে বলা যায়, এই শিক্ষিকাই গরমিলের তালিকায় রয়েছেন। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। যদি কেউ দুর্নীতি করে, তার দায় তাকেই নিতে হবে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ পরিবারের, ধৃত স্বামী শাশুড়ি

প্রতিনিধি ঃ সিলিং পাখার সাথে কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

দেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ছুটে আসে গৃহবধুর পরিবার। জামাই ও শাশুড়ির নামে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করলেন গৃহবধূর বাবা। রবিবার সকালে দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার শিমুলতলা এলাকায়।

মৃত গৃহবধুর নাম পিয়ালী সাধু (২৫)। পুলিশ দেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে অভিযুক্ত জামাই ও তার মা ডলি পালিতকে গ্রেপ্তার করেছেন।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

জন্মদিনে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ চারা বিতরণ

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ৩১ জুলাই ছিল নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা আলোকবর্তিকার সপ্তম বর্ষের জন্মদিন। দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে সংস্থা কর্তৃপক্ষ এদিন বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ চারা প্রদান কর্মসূচী বেছে নেয়। অপরাহ্নে নাট্যদলের মহলা কক্ষ সংলগ্ন রাস্তার দুপাশে আলোকবর্তিকা সহ সংস্থার ছোট বড় নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীগণ ঝাউ সহ বিভিন্ন ফুলের চারাগাছ রোপন করেন, সেই সঙ্গে উপস্থিত মানুষজনের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সন্ধ্যায় সংস্থার মহলা কক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কেক-পায়েস সহযোগে আলোক বর্তিকার জন্মদিন পালন করা হয়। বড়দের আশীর্বাদ ও উপস্থিত শিশু কিশোরদের সমবেত কন্ঠে হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ সংগীতের মধ্য দিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান মুখরিত হয়ে ওঠে। উপস্থিত বড়রা ধান ও দুর্বা মাথায় দিয়ে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল। আলোক শিল্পী গৌতম সরকার, নাট্য প্রেমী প্রদীপ ভট্টাচার্য, ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। সকলকে অভিনন্দন জানান আলোকবর্তিকা জন্মদাত্রী ঋতুপর্ণ দেবী সকলকে স্বাগত জানান। আলোকবর্তিকা এদিন তাঁর সাথীদের হাতে ১ টি করে কলম এবং কেক ও মিষ্টি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**